বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত
রঙীন ধর্মমূলক বাংলা ছবি ॥

শ্রী জগন্নাথ

সংলাপ
॥ শক্তিপদ রাজগুরু ॥

পরিচালনা
॥ জ্যোতি রায় ॥

সাগর ফিল্ম এক্সচেঞ্জের সশ্রদ্ধ নিবেদন

শ্রীজগন্নাথ-এর গল্পাংশ

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম॥
পরিত্রানায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যুগে যুগে আর্তবেদনাক্লিষ্ট মানবকুল সেই আর্তি, বেদনা থেকে মুক্তির আশায় শ্রীভগবানকে আহ্বান করেছে। আর্ত মানুষকে সেই যন্ত্রনা থেকে বাঁচাবার জন্য এই ধরাধামের ধূলিতে নেমে এসেছেন শ্রীভগবান দুষ্টের দমন করে আবার ন্যায়, সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

অতীতে উৎকল রাজ্যেও এমনি পরম মহিমাময় দেবতার আবির্ভাব ঘটেছিল। সেই যুগের বহুভক্তের আকুল আহ্বানে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ মহাদারুরূপে মহোদধি কূলে আবির্ভূত হয়ে ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন, আজও শতকোটি মানুষ সেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীজগন্নাথ দেবের চরণে তাদের নিঃশেষ প্রণতি জানিয়ে ধন্য হয়, পায় জীবনের অমৃত স্পর্শ। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ শ্রীজগন্নাথ দেবের ধরাধামে মহাদারু-রূপে আবির্ভাবের ভক্তি বিনম্র, চিত্ত আলোড়নকারী বরণীয় স্মরণীয় একটি চিত্রার্ঘ।

সুরারোপ : রবীন ব্যানার্জী

গীতিকার : পুলক বন্দোপোধ্যায়

নেপথ্যকণ্ঠে : তরুন বন্দোপাধ্যায়, শক্তি ঠাকুর
অরুন্ধতী হোম চৌধুরী, বনশ্রী সেনগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রীকান্তি কুমার, শ্রীসরোজ দাস
এবং অন্যান্য কলাকুশলীবৃন্দ।

ব্যাথা পাস কেন মনে
সেতো ভক্তি ভাবেতে বাঁধারে
থাকে ভক্তের মনে প্রাণে
ভাবিলে সে কাছে না ভাবিলে সে দূরে
তুই যে তার দেহে তুই তার অন্তরে
ভাবিলে সে কাছে না ভাবিলে দূরে
তুই যে তার দেহে তুই তার অন্তরে
তুই ডাকিলে তারে সে যে পড়ে ধরা
তোর জীবনে জীবন রে
ব্যাথা পাস কেন মনে
সে তো ভক্তি ভাবেতে বাঁধারে
থাকে ভক্তের মনে প্রাণে

আধোগড়া জগন্নাথের চক্র যে দুনয়ন ও ও ও
আধোগড়া জগন্নাথের চক্র যে দুনয়ন
আধোচাঁদ অধরেতে আধোহাসি সুশোভন
ভজমন পূর্ণব্রহ্ম দারু ব্রহ্মকে
ভজমন পূর্ণব্রহ্ম দারু ব্রহ্মকে॥

সাথী হয়ে দূর করে সন্তাপ যে সবার
জাতি নাই পাতি নাই
জাতি নাই পাতি নাই
এক জাতি এক প্রাণ
এক জাতি এক প্রাণ
ঘুচালো যে ভুবনের ছোঁয়াছুয়ি ব্যবধান
ভজমন পূর্ণব্রহ্ম দারু ব্রহ্মকে
ভজমন পূর্ণব্রহ্ম দারু ব্রহ্মকে॥

জয়প্রভু জগন্নাথ দাও আরও বরাভয়
আ আ — আ
তোমারি প্রসাদে যত শোক তাপ দূর হয়
তোমারি চরণতলে দাও চির আশ্রয়
জয় প্রভু জগন্নাথ জয় জগন্নাথের জয়
ভজমন পূর্ণ ব্রহ্ম দারু ব্রহ্মকে
ভজমন পূর্ণ ব্রহ্ম দারু ব্রহ্মকে।

(১)

প্রলয় পয়োধি জলে ধৃত বানসি বেদম্
রোহিত বহিত্র চরিত্র সখেদম্
কেশব ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে

ক্ষিতিরতি বিপুল তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে
ধরনী ধারণ বীণ চক্র গরিষ্ঠে
কেশব ধৃত কচ্ছপ রূপ
জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে

তব করকমল বরেনখ মধৃত কুন্দম
দলিত হিরণ্যকশিপুতনু ভৃঙ্গং
কেশব ধৃত নরহরিরূপ
জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে

ক্ষত্রিয় রুধিময়ে জগদাপগত
প্রকয়তি পয়তি শমিত ভরতাপং
কেশব ধৃত ভৃগুপতি রূপ
জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে

ছলয়সি বিক্রমেন বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিত জ- পাবন
কেশব ধৃত বামন রূপ
জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে

(২)

হাত দিওনা গরম ভারী
হাত দিওনা না না ছুঁয়ো না কথা করো না
মন ভরালে মেয়েকে দেখে এত সরমে
ছি ছি এত সরমে
তুই কি করে বুছবি আমি জ্বলি মরমে
গরমে গরমে গরমে হায় হায় গরমে গরমে গরমে
কিসের গরমে দেহ গরমে
কার গরমে মাথা গরমে
কত গরমে ভারী গরমে
গরমে গরমে গরমে হায় হায় গরমে গরমে গরমে
ছুক ছুক ছুক করে গো যাচ্ছো কেন মরে গো
কপাল তোমার পোড়া তার ওপরে বুড়া
কপাল তোমার পোড়া তার ওপরে বুড়া
আর কতদিন আইবুড়ো হয়ে রইবে মরমে
ছিঃ ছিঃ এত সরমে
কোরবো কি আর কেউ পড়ে না আমার পেরেমে
পেরেমে পেরেমে পেরেমে হায় হায়
পেরেমে পেরেমে পেরেমে
কিসের গরমে দেহ গরমে
কার গরমে মাথা গরমে
কত গরমে ভারী গরমে
পান্তা ভাতের ফ্যান গো তবু করো ভ্যান ভ্যান গো
বিয়ে করবার বাসনা কতখানি তাই বলনা
বিয়ে করবার বাসনা কতখানি তাই বলনা
কেমন মেয়ে খুঁজছো তুমি খুলেই বলো না
হ্যাঁ হ্যাঁ খুলেই বলো না
যে মেয়েটি গরম ভারী মনের নরমে
নরমে নরমে নরমে হায় হায়
নরমে নরমে নরমে।

(৩)

সেতো ভক্তি ভাবাতে বাঁধারে
থাকে ভক্তের মনে প্রাণে
তাহারে খুঁজিলে
তাহারে খুঁজিলে সে তাকে খোঁজে রে
তাহারে খুঁজিলে সে তাকে খোঁজে রে
শোভে হৃদি চন্দনেরে
ব্যাথা পাস কেন মনে
সে তো ভক্তি ভাবেতে বাঁধারে
থাকে ভক্তের মনে প্রাণে
সে তো সাগর তুই তার লহরী
সে নদীধারা তুই তার তরণী
সে তো সাগর তুই তার লহরী
সে নদীধারা, তুই তার তরণী
তুই কাঁদিলেই কাদে হাসিলেই হাসে
বোঝে তারে কয় জনেরে—

(৫)

ও আ আ আ আ
কালিয়া এল কালিয়া এল
আরে কালিয়া এল ভাই ॥
নিশির কালো নয়
বেণীর কালো নয়
এ কালোয় কালিমা নাই
কালিয়া এল কালিয়া এল
আরে কালিয়া এল ভাই ॥
তুমি চাতক সে মেঘ ইশারা
তুমি মরুভূমি সে করুনাধারা
সব মনের জ্বালা সে জুড়িয়ে যে দেয়
সব মনের জ্বালা সে জুড়িয়ে যে দেয়
তুমি জল চাইলে সে দিয়ে যায় দই
দই নেবে দই
আরে কালিয়া এলো ভাই ॥
তুমি কলস সে তৃষ্ণার বারি
কালিয়া জনমে জনমে তোমারি
তুমি কলস সে তৃষ্ণার বারি
কালিয়া জনমে জনমে তোমারি
কষ্টিপাথরে কেন যাচাই করলে
আমি কি হৃদয়ের সোনা নই
দই নেবে দই
আরে কালিয়া এল ভাই ॥
নিশির কালো নয়
বেণীর কালো নয়
এ কালোয় কালিমা নাই ॥

(৬)

কিছু ছলে হুঁ হুঁ হুঁ
কিছু লাজে আ হা হা
অনুরাগে ও হো
হিয়া মাঝে ও ও আ আ আ
কিছু ছলে কিছু লাজে
অনুরাগে হিয়া মাঝে
প্রাণ পেল যে কবিতা
নাম তারই ললিতা।
ভেবেছিল মন ডাকবে তোমাকে
পূর্ণ রাতের চন্দ্র
আ আ আ আ

পারিনি দিতে সে নাম তোমাকে
পরানে তারই দ্বন্দ
কিছু চেনা কিছু জানা
কিছু প্রীতি কিছু গীতি
মনে দিল যে বারতা
নাম তারই ললিতা।
ভেবেছিল মন ডাকবে তোমাকে
দূরের স্বপ্ন বলে
আ আ আ
স্বপ্ন সে তো রাতেরই সাথী
সকালে যায় সে চলে
ও হো হো
কিছু আশা কিছু ভাষা
কিছু কিছু মেলা মেশা
মনে শুধু বিধাতা
নাম তারই ললিতা॥

সাগর ফিল্ম এক্সচেঞ্জের পক্ষে শ্রীসাগর গুহ কর্তৃক ৮নং লেনিন সরনী হইতে প্রকাশিত এবং ইউ. কে. প্রিন্টার্স ১৪৩/৭৬ পি. জি. রোড, কলিকাতা-৩৯ হইতে মুদ্রিত।